৩

১

০

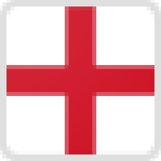

২

সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026

প্রথম বর্ষ, প্রথম মাস, একাদশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আষাঢ় ১৮, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ২

ভারত-পাক বন্দি তালিকা বিনিময়

আটক ভারতীয়দের দেশে ফেরাতে মরিয়া জনপথ রোড-১১

তরুমিতা বিশ্বাস

১ জুলাই : ভারত সরকারের নিরলস ও ধারাবাহিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে গত এক দশকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিক নিজেদের মাতৃভূমিতে সফলভাবে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মোট ২,৬৬১ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং ৭৮ জন সাধারণ নাগরিক বা সিভিল প্রিজনার পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতে নিরাপদে ফিরে এসেছেন। এই দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক ধারার সাম্প্রতিকতম চিত্রটিও যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। শুধুমাত্র ২০২৩ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আরও ৫০০ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং ২০ জন সাধারণ নাগরিককে পাকিস্তান থেকে সফলভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত জটিলতা ও ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও এই বিপুল সংখ্যক মানুষের সফল প্রত্যাবর্তন ভারত সরকারের একটি বিরাট কূটনৈতিক জয় এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক অভাবনীয় সাফল্য বলেই মনে করছেন ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এই ইতিবাচক প্রেক্ষাপটেই আজ ফের দুই দেশের মধ্যে বন্দিতালিকা বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। নয়াদিল্লি এবং ইসলামাবাদে একই সঙ্গে কূটনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে এই আদান-প্রদান সম্পন্ন হয়। ভারতের পক্ষ থেকে যে তালিকাটি পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে বর্তমানে ভারতের হেফাজতে মোট ৩৮৬ জন পাকিস্তানি নাগরিক এবং ৫৩ জন পাকিস্তানি মৎস্যজীবী রয়েছেন। অন্যদিকে, পাকিস্তান যে তালিকাটি ভারতের কাছে হস্তান্তর করেছে, সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে মোট ৫২ জন ভারতীয় নাগরিক এবং ১৯৬ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বন্দি রয়েছেন। তবে বিদেশমন্ত্রকের দাবি, পাকিস্তানে বন্দী ভারতীয় মৎসজীবির সংখ্যা ১৯৮ জন। দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'কনস্যুলার অ্যাক্সেস চুক্তি' র বিধান অনুযায়ী প্রতি বছর ছয় মাস অন্তর দুই দেশের তরফে এই তালিকা বিনিময়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২০০৮ সালে সাক্ষরিত এই চুক্তিটির মূল লক্ষ্যই ছিল মানবিক কারণে দুই দেশের বন্দিদের আইনি সহায়তা এবং দ্রুত মুক্তির পথ প্রশস্ত করা। সেই চুক্তির শর্ত মেনেই প্রতি বছর নিয়মনিষ্ঠভাবে এই তালিকা বিনিময় দুই দেশের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সেতু হিসেবে কাজ করে চলেছে। বিগত বছরগুলোর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মৎস্যজীবীদের আটক হওয়ার ঘটনা মূলত আরব সাগরে জলসীমা অতিক্রম করার কারণে ঘটে থাকে। উপযুক্ত জিপিএস বা নেভিগেশন প্রযুক্তি না থাকার দরুণ অনেক সময় সাধারণ মৎস্যজীবীরা ভুলবশত আন্তর্জাতিক জলসীমা পার করে ফেলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁদের দীর্ঘ সময় কারাবাস ভোগ করতে হয়। এই মানবিক দিকটি বিবেচনা করেই ভারত সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বন্দিমুক্তির বিষয়ে জোর দিয়ে এসেছে। এদিনের তালিকা বিনিময় অনুষ্ঠানেও ভারত সরকারের তরফে সেই চিরাচরিত ইতিবাচক এবং মানবিক অবস্থান দৃঢ়ভাবে বজায় থেকেছে। অন্যদিকে অতীতের বিপুল সাফল্যের পাশাপাশি আজকের এই কূটনৈতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারত সরকার পাকিস্তানের কাছে বেশ কিছু উদ্বেগজনক বিষয় উত্থাপন করেছে এবং তার দ্রুত সমাধানের জোরালো দাবি জানিয়েছে। সবথেকে উদ্বেগজনক দিকটি হলো, পাকিস্তানের হেফাজতে থাকা অন্তত ১৮৮ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং সাধারণ বন্দি তাদের সম্পূর্ণ শাস্তির মেয়াদ বা কারাবাস শেষ করার পরেও এখনও পর্যন্ত মুক্তি পাননি। ভারত সরকার এই ১৮৮ জন নাগরিক এবং তাদের নৌকাগুলি অবিলম্বে মুক্তির এবং দ্রুত প্রত্যাবর্তনের দাবি জানিয়েছে। শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও কারাবাস চালিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী, আর সেই কারণেই ভারত সরকার এই সংখ্যাটির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এর পাশাপাশি আরও একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয় হলো, পাকিস্তানের জেলে বর্তমানে ১৩ জন এমন সাধারণ বন্দি রয়েছেন যাদের ভারতীয় বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ পাকিস্তান সরকার তরফে তাঁদের জন্য কোনও প্রকার 'কনস্যুলার অ্যাক্সেস' দেয়নি। এই কনস্যুলার অ্যাক্সেসের মাধ্যমে পাকিস্তানে জেলবন্দী সাধারণ ভারতীয়দের দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের আইনি সুযোগ দেওয়া হয়। এদিন, ভারত এই ১৩ জন বন্দির জন্য অবিলম্বে কনস্যুলার অ্যাক্সেসের দাবি জানিয়েছে। এছাড়াও, পাকিস্তানের হেফাজতে থাকা নিখোঁজ ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের (ডিফেন্স পার্সোনেল) অবিলম্বে মুক্তির বিষয়টিও ভারত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আজকের এই আলোচনায় উত্থাপন করেছে। যতদিন পর্যন্ত এই ভারতীয় বন্দিদের চূড়ান্ত মুক্তি এবং প্রত্যাবর্তন না ঘটছে, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের শারীরিক নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং সার্বিক কল্যাণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের প্রতি কড়া বার্তা দিয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে যেখানে মোট ২,৭৩৯ জন ভারতীয়কে দেশে ফেরানোর ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য পাওয়া গেছে, সেখানে এই অবশিষ্ট ১৮৮ জন মেয়াদ-উত্তীর্ণ বন্দি এবং ১৩ জন কনস্যুলার অ্যাক্সেস-বঞ্চিত বন্দির বিষয়টি একটি বড় মানবিক সংকট হিসেবে রয়ে গেছে। ভারত সরকার আশাবাদী যে পূর্ববর্তী বছরগুলির মতো আগামী দিনেও কূটনৈতিক স্তরে নিরবচ্ছিন্ন আলোচনার মাধ্যমে এই অমীমাংসিত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের সূত্র বেরোবে।

অনুপ্রবেশ রোধে বিশেষ সমীক্ষার নিদান

১ জুলাই : দেশের বিভিন্ন অংশে বেআইনি অনুপ্রবেশ ও অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে ঘটে চলা জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের প্রভাব খতিয়ে দেখতে গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি খুব শীঘ্রই বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সফরে যাবে। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে কমিটির সদস্যরা এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনার কথা জানান। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকার এবং প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গেও বৈঠক করে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে মতামত ও তথ্য নেওয়া হবে। এই সফরকে আরও ফলপ্রসূ করতে আগাম তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত প্রশ্নপত্রও প্রস্তুত করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পাঠানো হবে। কমিটির কর্মপরিকল্পনার প্রশংসা করে অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে কমিটির দৈনন্দিন কাজ এবং বিভিন্ন রাজ্য সফরের সময় প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতা দেওয়ারও আশ্বাসা দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ***দ্বিতীয় পাতায়***

চোরাই সোনা উদ্ধার

বঙ্গে গোয়েন্দাদের বিশেষ অভিযান

১ জুলাই : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বিদেশি সোনা পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর (ডিআরআই)। পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৪ কেজি বিদেশি সোনা উদ্ধার করেছে ডিআরআই। বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনার বাজারমূল্য প্রায় ৩৪ কোটি টাকা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে সাতজনকে। ডিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোয়েন্দারা কৃষ্ণনগর থেকে চাকদহের দিকে পৃথক মোটরসাইকেলে যাওয়া সাতজনকে আটক করেন। তল্লাশিতে তাঁদের কোমরে বিশেষভাবে তৈরি কাপড়ের বেল্টের ভিতরে অত্যন্ত কৌশলে লুকিয়ে রাখা ১৮০টি বিদেশি চিহ্নিত ও বিকৃত (ডিফেসড) সোনার বার উদ্ধার হয়। নজর এড়াতে এই অভিনব পদ্ধতিতে সোনা পাচারের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি। উদ্ধার হওয়া সোনা শুল্ক আইন, ১৯৬২-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সাতজনকেই গ্রেফতার করেছে ডিআরআই। প্রাথমিক তদন্তে গোয়েন্দাদের অনুমান, ধৃতরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে পাচার হয়ে আসা সোনা সংগ্রহ করেছিল। পরে তা রাজ্যের অভ্যন্তরে অন্য একদল বাহকের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই ঘটনায় একটি সুসংগঠিত আন্তঃসীমান্ত সোনা পাচার চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা। ডিআরআই জানিয়েছে, এই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত মূল হোতা এবং গোটা নেটওয়ার্কের সন্ধানে তদন্ত চলছে। সীমান্ত এলাকায় সোনা পাচারের রুট, অর্থের লেনদেন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বিষয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আরও একটি পৃথক অপারেশনে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দিল্লি, চেন্নাই ও বেঙ্গালুরুতে একাধিক সমন্বিত অভিযানে প্রায় ৯ কেজি বিদেশি সোনা, ৪২ কেজি রুপো, ৮.১৫ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি মুদ্রা এবং ২৬.৬৭ লক্ষ টাকা ভারতীয় নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই সবকটি ঘটনায় মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ডিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিভিত্তিক একটি সংঘবদ্ধ সোনা পাচারচক্র উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে একাধিক বাহকের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেনে করে বিদেশি সোনা দিল্লিতে পৌঁছে দিচ্ছিল। নজর এড়াতে বাহকদের আলাদা আলাদা ট্রেনে পাঠানো হতো। ২৬ জুন গোয়েন্দারা পশ্চিমবঙ্গের নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন এবং বিহারের মানসি জংশনে অভিযান চালিয়ে দুই বাহককে আটক করেন। তাঁদের কাছ থেকে শরীরে লুকিয়ে রাখা প্রায় ২ কেজি সোনা উদ্ধার হয়। একই সময়ে দিল্লিতে আরও দু'জনকে আটক করে প্রায় ১.২ কেজি পাচার হওয়া সোনা উদ্ধার করা হয়। তদন্তে রাজধানীর একটি জনবহুল আবাসিক এলাকায় অবৈধ সোনা গলানোর কারখানারও হদিস মেলে। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই দিনে পৃথক আরেকটি অভিযানে সাইরাং থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে যাত্রারত এক মহিলা যাত্রীর কোমরে বিশেষভাবে তৈরি বেল্টের ভিতরে লুকিয়ে রাখা ২০টি বিদেশি ***দ্বিতীয় পাতায়***

ডেঙ্গি রুখতে কড়া পদক্ষেপ

জেলায় জেলায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জোর কেন্দ্রের

১ জুলাই : বর্ষা মরসুমকে সামনে রেখে ডেঙ্গি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ সতর্কতার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা রাজধানীতে ডেঙ্গি মোকাবিলার প্রস্তুতি পর্যালোচনায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে ডেঙ্গির বর্তমান পরিস্থিতি, হাসপাতালগুলির প্রস্তুতি, নজরদারি ব্যবস্থা, রোগী চিকিৎসা এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠকে দিল্লির জন্য একটি সমন্বিত ডেঙ্গি প্রতিরোধ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। এতে রোগের নজরদারি জোরদার করা, মশাবাহিত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ, উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সারা দেশে কার্যকর জাতীয় ডেঙ্গি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল বা 'অক্টালগ'-এর বাস্তবায়নও পর্যালোচনা করা হয়। এই কৌশলের আটটি মূল স্তম্ভ হল—রোগ নজরদারি, রোগীর চিকিৎসা, মশা নিয়ন্ত্রণ, সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, জনসচেতনতা, আন্তঃদপ্তর সমন্বয় এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশে ডেঙ্গি সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে কম এবং মৃত্যুহার মাত্র ০.১১ শতাংশ। তবে আগামী কয়েক মাসে সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকায় এখন থেকেই সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ রাখার নির্দেশ দেন তিনি। নাড্ডা বলেন, রাজ্য সরকার ও পুর সংস্থাগুলিকে সম্ভাব্য সংক্রমণ বৃদ্ধির আগেই প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় জ্বরের প্রকোপ বাড়ছে, সেখানে মশা নিয়ন্ত্রণ অভিযান আরও জোরদার করতে হবে। একই সঙ্গে ডেঙ্গির হটস্পট চিহ্নিত করতে কীটতত্ত্বভিত্তিক (এনটোমোলজিক্যাল) নজরদারি এবং জ্বর সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণও বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি। হাসপাতালগুলির প্রস্তুতির ওপরও জোর দেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি নির্দেশ দেন, ডেঙ্গি রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড, পর্যাপ্ত শয্যা, রক্ত ও রক্তের উপাদান, পরীক্ষার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুত রাখতে হবে। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত হাসপাতালকে আইএইচআইপি-ভিবিডি পোর্টালে সময়মতো রোগীর তথ্য আপলোড করতে হবে এবং প্রতিটি জেলায় প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হবে।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেন নাড্ডা। তিনি বলেন, 'জন অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জনচেতনা' গড়ে তুলতে ওয়ার্ড কাউন্সিলর, জনপ্রতিনিধি, আবাসন কল্যাণ সমিতি, স্কুল, শ্রমিক শিবির, বাজার কমিটি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং যুব সংগঠনগুলিকে যুক্ত করতে হবে। ১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া 'অ্যান্টি ডেঙ্গি মাস' উপলক্ষে মশারি ব্যবহার, পূর্ণহাতা পোশাক পরা এবং মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রচারে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা, দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী পঙ্কজ কুমার সিং, দিল্লি পুরসভার মেয়র পারভেশ ওয়াহি, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব পুন্য সলিলা শ্রীবাস্তব, এআইআইএমএস, সফদরজং হাসপাতাল, রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতাল, লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ, আর্মি হাসপাতাল, এনডিএমসি এবং দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। কেন্দ্রের দাবি, বর্ষাকালে ডেঙ্গির ঝুঁকি মোকাবিলায় সময়োপযোগী নজরদারি, হাসপাতালের প্রস্তুতি, আন্তঃদপ্তর সমন্বয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি—এই চারটি ক্ষেত্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এদিনের মিটিং-এ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডেঙ্গি সংক্রমণ রুখতে সদর্থক ভূমিকার আহ্বান করেন।

সম্পাদকীয়

রাজ্যে ১.৩ কোটি মা, বোন, দিদিদের ব্যাঙ্কের খাতায় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার বাবদ তিন হাজার টাকা ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে পৌঁছে দিল সরকার। আপাত দৃষ্টিতে এই সাফল্যকে সামান্য বলে ভ্রম হতে পারে! কিন্তু ক্ষমতায় আসার এক মাস একুশ দিনের মাথাতেই লক্ষ্যমাত্রার বেশ কাছে পৌঁছে গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। এ বড় সহজ কথা নয়। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। প্রথমে পাঁচশো টাকা দেওয়া হতো। পরে ভোটের প্রয়োজনে ধাপে ধাপে তা বেড়ে হয় দেড় হাজার টাকা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সভায় গিয়ে কাগজ নাড়িয়ে তুলে ধরতেন মা-মাটি-মানুষের সরকারের সাফল্যের খতিয়ান। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। পালাবদলের পরেই চিত্রটা একটু অন্যরকম হয়ে উঠলো। দেখা গেল, নারী সুরক্ষায়ণে নির্ধারিত প্রকল্পের টাকা সরাসরি ঢুকেছে পুরুষদের খাতাতেও। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে, সরকার বারেবারে বলেছিল, অগাস্ট ৩১ পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু থাকবে। ধীরে ধীরে ফর্ম ফিলাপের মাধ্যমে, গ্রাহকরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আসবেন। কিন্তু পুরুষ লক্ষ্মীদের হদিশ মিলতেই, প্রশাসন অনুধাবন করে, বিপুল দুর্নীতির অভিমুখ। ফের শুরু হয় ঝাড়াই বাছাই প্রক্রিয়া। আরও কঠোর, আরও নির্মোহ ভাবে। এই কাঠিন্যের বেড়াজাল কেটে, যাঁরা আজকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধে পেলেন, তাঁরা জানবেনও না বা বুঝবেনও না, সরকারি দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে, সামান্য কর্মীদের কী অপরিসীম খাটনি হয়েছে। আসলে সর্ষের মধ্যে ভূত, সর্ষে সেজেই লুকিয়ে থাকলে, তাকে চিহ্নিত করা, কী পরিমাণ পরিশ্রম সাধ্য কাজ- তা জানার কথাও সাধারণের নয়। কিন্তু সেই কথাগুলিকে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। কাজ না করা ও করার মাঝে একটি সূক্ষ্ম রেখা রয়েছে। পোষাকি ভাষায় যার নাম দায়িত্ব। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলাপ হচ্ছে না, বলে দেওয়াটা যতটা সহজ, ঠিক ততটাই কঠিন, দায়িত্ব নিয়ে, যথাযথ নিরীক্ষার পরে, মাস্টার লগইন থেকে আবেদন মঞ্জুর করা। আবেদন মঞ্জুরির পর, আধিকারিক থেকে সামান্য কর্মীরা যখন ঘুমোতে যান, তাঁদের মাথায় ভুল করে ফেলার দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে। একটু ভুলের ব্যাপক খেসারত তাঁদের দিতে হতে পারে। কিন্তু জনার্দনের কাছে, আধিকারিক ও কর্মী- দুইই প্রতিস্থাপনযোগ্য। একজন যাবেন, আরেকজন আসবেন। ফলে সেই কর্মীদের দুশ্চিন্তার শরিক, জনার্দন হবেন না- এ বলাই বাহুল্য। কিন্তু কাজ এখনও শেষ হয়নি। লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে গেলে আরও ৫০-৭০ লক্ষ মা, বোনেদের ভেরিফিকেশন বাকি। সুতরাং ততদিন নাহয় কয়েকটি বিনিদ্র রজনী কাটালেনই বা।

ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং

১ জুলাই : যাত্রী সুরক্ষা ও ট্রেনের গতি বাড়াতে বড়সড় আর্থিক বরাদ্দ করল ভারতীয় রেল। পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনের হাই ডেনসিটি নেটওয়ার্ক এবং হাইলি ইউটিলাইজড নেটওয়ার্ক হিসেবে চিহ্নিত রুটগুলিতে অত্যাধুনিক 'ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং' ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ৪৩২ কোটি টাকার একটি মেগা প্রকল্প অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। এই বিপুল বিনিয়োগের ফলে ওই রুটে ট্রেন চলাচলের সুরক্ষা, সিগন্যালিং-এর নির্ভরযোগ্যতা এবং পরিচালন দক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। রেল সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই ৪৩২ কোটি টাকার প্রকল্পের আওতায় আসানসোল ডিভিশনের মোট ২৭টি স্টেশন ও কেবিনকে (যার মধ্যে ১টি ইন্টারমিডিয়েট ব্লক সেকশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) সম্পূর্ণরূপে আধুনিক প্রযুক্তিতে ঢেলে সাজানো হবে। সব মিলিয়ে মোট ২৮টি ইনস্টলেশন আধুনিক কম্পিউটার-ভিত্তিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। বর্তমানে এই রুটগুলিতে কবচ, অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং এবং সেন্ট্রালাইজড ট্রাফিক কন্ট্রোল-এর মতো উন্নত সুরক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থা এই আধুনিক প্রযুক্তিগুলিকে আরও মসৃণভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। এর ফলে অত্যন্ত ব্যস্ত রুটের ধারণক্ষমতা বাড়বে। যেকোনো সিগন্যালিং ত্রুটিও দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

ধর্মেন্দ্র সাক্ষাতে রাজ্যের দুই শিক্ষা মন্ত্রী

১ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০ কার্যকর করতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিল কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বৈঠকে রাজ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ এবং অর্থ বরাদ্দ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর লক্ষ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে ধারাবাহিক বৈঠকের মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষাক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক সংস্কার আনতে কেন্দ্র প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা করবে।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়। এর মধ্যে ছিল সমগ্র শিক্ষা অভিযান, প্রধানমন্ত্রী উচ্চতর শিক্ষা অভিযান, প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ এবং উল্লাস–নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচি। প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিয়েও আলোচনা হয়।

এছাড়া বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেসব ব্লক এবং শহরাঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসনিক এলাকায় এখনও পিএম-শ্রী বিদ্যালয় নেই, সেখানে এই প্রকল্পের আওতা সম্প্রসারিত করা হবে। কেন্দ্রের মতে, এর ফলে আধুনিক পরিকাঠামো, উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি এবং জাতীয় শিক্ষা নীতির লক্ষ্য অনুযায়ী আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। প্রসঙ্গত, তৃণমূল আমলে শিক্ষার লাগামহীন দুর্নীতির প্রভাব থেকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বের আনতে, ইতিমধ্যেই শিক্ষা দপ্তরের তরফে বড় কয়েকটি পদক্ষেপ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছাতে রাজ্য বদ্ধ পরিকর।

ইউএস সাহায্যে না

আত্মনির্ভরতায় জোর দিচ্ছে ইজরায়েল

১ জুলাই : দীর্ঘদিনের কৌশলগত মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও সামরিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে চাইছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি মার্কিন সহায়তাকে ‘ওয়েলফেয়ার’ বা কল্যাণমূলক অনুদানের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের আর সেই সহায়তার প্রয়োজন নেই। নেতানিয়াহুর বক্তব্য, ইজরায়েলের অর্থনীতি এখন এতটাই শক্তিশালী যে মার্কিন সাহায্য দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় খুবই সামান্য অংশ। তাই চলতি বছর থেকেই এই নির্ভরতা কমানোর প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিত। আগামী এক দশকের মধ্যে মার্কিন সহায়তার ওপর নির্ভরতা সম্পূর্ণভাবে শেষ করার পক্ষেও মত প্রকাশ করেন তিনি। নেতানিয়াহুর এই বক্তব্যের পরেই ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এমনিতেই ইউএস-ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইজরায়েলের অবস্থান নিয়ে বারেবারেই প্রশ্ন তুলেছেন ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। তবে দীর্ঘমেয়াদে কৌশলগত আত্মনির্ভরতার ওপরেই জোর দিয়েছেন ইজরায়েলের বর্তমান প্রধান। তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক দুর্বল না করেই অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আরও আত্মনির্ভর হয়ে উঠে সমমর্যাদার অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় ইজরায়েল। বর্তমানে ইজরায়েল ও আমেরিকার মধ্যে ২০১৯ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত একটি ১০ বছরের সমঝোতা স্মারক কার্যকর রয়েছে। এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে মোট ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। এই অর্থের মাধ্যমে যুদ্ধবিমান, উন্নত অস্ত্র ব্যবস্থা এবং আয়রন ডোম, ডেভিডস স্লিং ও অ্যারো-র মতো ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। দেশটির প্রতিরক্ষা শিল্প এবং প্রযুক্তি খাত গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, মার্কিন সহায়তার গুরুত্ব শুধু আর্থিক নয়। এই সহায়তার মাধ্যমে উন্নত সামরিক প্রযুক্তি, গোয়েন্দা সহযোগিতা এবং দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। ফলে এই সহায়তা বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলেও তা আলোচনার ভিত্তিতেই হবে।

কমিক্স

শমিত

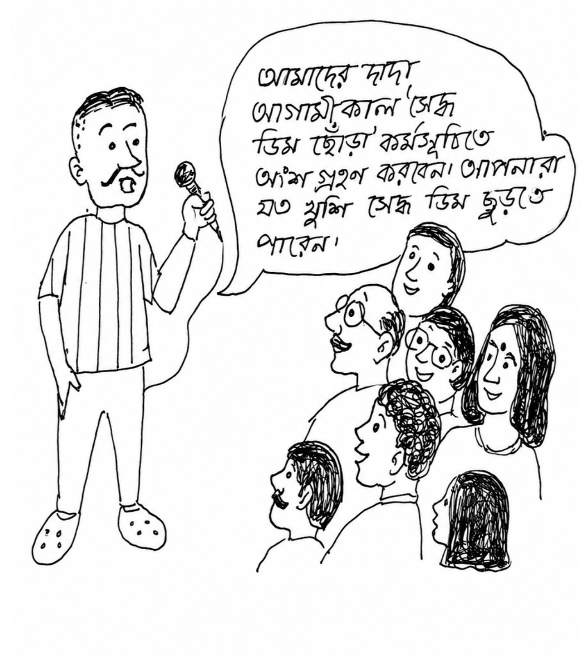
আমাদের দাদা আগামীকাল 'সেদ্ধ ডিম ছোঁড়া' কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করবেন। আপনারা যত খুশি সেদ্ধ ডিম ছুড়তে পারেন।

শমিত দত্তের স্কেচ *(আগামী সংখ্যায়...)*

ভারত-জাপ সম্পর্কে নয়া মাত্রা

১ জুলাই : প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন এবং স্থিতিস্থাপক সাপ্লাই চেইন তৈরির লক্ষ্যে ভারতে তিন দিনের সফরে এসেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর এটিই তাঁর প্রথম ভারত সফর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে আয়োজিত ১৬তম ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনটি দুই দেশের সম্পর্ককে এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ২৫শে আগস্ট ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী মোদীর টোকিও সফরের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই এই সম্মেলনে ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো-প্যাসিফিক ভিশনকে বাস্তবায়িত করার রূপরেখা তৈরি হচ্ছে।

এই সফরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে একাধিক চুক্তি সাক্ষরিত হতে পারে, যা সরাসরি দুই দেশের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ভিত্তিকে মজবুত করবে। সূত্রের খবর, মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে দুই দেশ সরাসরি ইয়েন-রুপি বাণিজ্য নিষ্পত্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে ভারত থেকে ৫ লক্ষ দক্ষ এবং আধা-দক্ষ কর্মী জাপানে পাঠানোর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অ্যাকশন প্ল্যানও গৃহীত হয়েছে। এর পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নে 'ইন্ডিয়া-জাপান অ্যাক্ট ইস্ট ফোরাম'-এর অধীনে চুক্তির মাধ্যমে মেঘালয় থেকে ৫,০০০ এবং অসম থেকে ২০,০০০ যুবক-যুবতীকে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য জাপানে পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি, ওড়িশায় একটি বিশাল 'গ্রিন অ্যামোনিয়া' প্রকল্প এবং বায়োগ্যাস উৎপাদনে যৌথ বিনিয়োগের রূপরেখাও তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।বিশ্বের মাত্র ১৭টি দেশের সাথে জাপানের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি হস্তান্তরের চুক্তি রয়েছে, যার মধ্যে ভারত অন্যতম। এবারের সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, এবং ক্রিটিক্যাল মিনারেল নিয়ে একাধিক মউ স্বাক্ষরিত হতে পারে। এছাড়াও প্রতিরক্ষা খাতে ড্রোন, ফাইটার জেটের ইঞ্জিন এবং নেক্সট-জেনারেশন যুদ্ধজাহাজের জন্য হাইব্রিড প্রপালশন সিস্টেম তৈরিতে দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করবে। বিভিন্ন নেতিবাচক অভিমুখই ভারত-জাপান সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করছে বলেই অভিমত ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। তারমধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে ইউএস-ইরান যুদ্ধের কারণে তেলের সংকট, তেমনই হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকায়, জাপানী অর্থনীতিতে মধ্যবর্তী পণ্যের চরম ঘাটতি। এই পরিস্থিতিতে, সমস্ত অর্থনৈতিক প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে, জাপানের প্রোঅ্যাকটিভ সিকিউরিটি পলিসি এবং ভারতের আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগের মেলবন্ধন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলেই অভিমত ওয়াকিবহাল মহলের।

সমীক্ষার নিদান

প্রথম পাতার পরে

একই সঙ্গে তিনি যত দ্রুত সম্ভব কমিটির সুপারিশপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘হাই-পাওয়ার্ড ডেমোগ্রাফি মিশন’ ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় সরকার এই উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে। বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার যে পরিবর্তন ঘটছে, তার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় নীতিগত, আইনগত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের সুপারিশ করাই কমিটির মূল দায়িত্ব।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকর এই কমিটির চেয়ারম্যান। সদস্য হিসেবে রয়েছেন জনগণনা কমিশনার, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক দুর্গাশঙ্কর মিশ্র, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক বালাজি শ্রীবাস্তব এবং প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ড. শমিকা রবি।

কেন্দ্রের দাবি, এই কমিটি বেআইনি অনুপ্রবেশসহ অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে সৃষ্ট জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতির বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করবে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নীতি, আইন ও প্রশাসনিক সংস্কারের সুপারিশ করবে।

সোনা উদ্ধার

প্রথম পাতার পরে

সোনার বার উদ্ধার হয়। বিদেশি ভাষায় চিহ্নিত ওই সোনার মোট ওজন প্রায় ৩.৩ কেজি। ওই মহিলাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, চেন্নাইয়ে ডিআরআই একটি বড় বিদেশি মুদ্রা পাচারচক্রেরও পর্দাফাঁস করেছে। দেশীয় বিমান কার্গোর মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা পাচার করে সেই অর্থে বিদেশ থেকে সোনা ও রুপো চোরাচালানের অর্থ জোগানো হচ্ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। চেন্নাই এয়ার কার্গো থেকে ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার এবং ৩৫ লক্ষ থাই বাথ উদ্ধার হয়েছে, যার মোট মূল্য প্রায় ৮.১৫ কোটি টাকা। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তদন্তের সূত্র ধরে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে দুবাই থেকে ফেরা এক যাত্রীকে আটক করে তাঁর কাছ থেকে ১.৮ কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৪২ কেজি রুপো, ৭০০ গ্রাম সোনার গয়না এবং ২৬.৬৭ লক্ষ টাকা ভারতীয় নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিদেশি যোগাযোগের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে দাবি।

শিবাজী লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত ও কাশ্মীরা লাহিড়ী কর্তৃক মঙ্গলবাড়ি, মালদা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৮৭৮১০৮, ইমেইল– kashmiradas20@gmail.com
এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ নেই। e-ISSN এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।